দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

11

প্রধানমন্ত্রীর নিকট ইসলামী ছাত্র পরিষদের আহবান

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সকল বৈষম্য দূর করার ব্যবস্থা নিন

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র পরিষদ (আইসিপি)-র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মোঃ তেলাওয়াত হোসাইন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির এক জরুরী সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক জনাব মোখলেছুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব ইলিয়াস মুফতী।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা এদেশের সুপ্রাচীন ও বুনিয়াদী শিক্ষা হলেও যুগ যুগ ধরে এর সাথে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার সাথে এর বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে আকাশ-পাতাল। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলেই এ বৈষম্য দূরীকরণের বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়। কিন্তু তার শাহাদাতের পরে সেই উদ্যম নিয়ে এর অগ্রগতি আর অব্যাহত রাখা হয়নি। ফলে আজও দু'শিক্ষার মধ্যে আসমান-জমিন বৈষম্য বিরাজ করছে।

তারা বলেন, আমরা এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর

১১-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ইসলামী ছাত্র পরিষদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাথে একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে গত ২৬ জুন সাক্ষাৎ করে এই বৈষম্য দূরীকরণের আবেদন জানাই এবং তার নিকট ৭ দফা দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করি। তিনি এ দাবীসমূহের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সচিবকে সভাপতি করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে ঐ কমিটিকে অবিলম্বে তার নিকট রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশ দেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হই, কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও ৭ দফার একটি দাবীও পূরণ না হওয়ায় আমরা হতাশ হয়েছি। আমরা জানি না ঐ কমিটির কোন রিপোর্ট আদৌ প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়েছে কি-না, আর হয়ে থাকলেও তা বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ কি? তাই আমরা পুনঃ উক্ত সাত দফা দাবী পেশ করছি এবং অবিলম্বে তা বাস্তবায়ন করে, মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাসমূহ বিদূরিত করে এর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার আহবান জানাচ্ছি।

৭ দফা দাবী

১। ফাজিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে এমএ-এর মান চাকুরী, শিক্ষা, বৃত্তিসহ সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে দেয়া হোক এবং ইসলামী ক্যাডার নামে নতুন বিসিএস ক্যাডার সৃষ্টি করে মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিসিএস-এর সুযোগ দেয়া হোক।

২। একাডেমিক স্বীকৃতি অনুযায়ী মাদ্রাসা এবং সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদিতে যে বৈষম্য রয়েছে, তা অবিলম্বে দূর করা হোক।

৩। মঞ্জুরিপ্রাপ্ত সকল এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই-পুস্তক প্রদান করে পর্যায় ক্রমে জাতীয়করণের ব্যবস্থা করা হোক।

৪। কমপক্ষে ৫ বিভাগে ৫টি মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য পৃথক ডাইরেক্টরেট প্রতিষ্ঠা করা হোক এবং ৫ বিভাগে ৫টি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড চালু করা হোক।

৫। সরকারী মাদ্রাসাসহ জেলা শহরের বিশেষ বিশেষ কামিল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হোক এবং পর্যায়ক্রমে ৫ বিভাগে ৫টি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হোক।

৬। মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তির টাকা সমমানের ভিত্তিতে সরকারীভাবে প্রদান করে রেডিও-টিভিতে মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হোক এবং বিজ্ঞান বিষয়াবলীকে কামিল পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হোক।

৭। মাদ্রাসায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতাদি প্রদান করে সকল কলেজে মাদ্রাসায় কামিল পাসদেরকে ইসলামিক স্টাডিজ এবং ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হোক। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।